জনকণ্ঠ

তারিখ ... ২০০৬
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মেধার বিস্ফোরণ, না অন্যকিছু!

'সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকুক'— এ সম্পাদকীয়র এমন শিরোনামই হয়ত সঠিক হতে পারত, কিন্তু বর্তমান ক্রান্তিকাল এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করছে যে শিরোনামটি আমাদের ভিন্নভাবেই উপস্থাপন করতে হলো।

এবারের এইচএসসি এবং বিশেষ করে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় এত ভাল ফলের ছড়াছড়ির আসল কারণটা হয়ত শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত ও অনুদঘাটিতই থেকে যাবে। দেশের এই দ্বিতীয় বৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায় রেকর্ডসংখ্যক জিপিএ-৫ ও এ যাবতকালের সর্বাধিক পাসের হারে তো দেশবাসীর আনন্দিত হওয়ারই কথা। জীবনের চলার পথে মোড় পরিবর্তনের মুহূর্তে সবচাইতে নির্ধারণী ভূমিকা পালনকারী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের তরুণদের যে অবিশ্বাস্য মেধার বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা গেল, গোটা জাতির জন্যই তা শুভবার্তাবহ। কিন্তু তারপরেও সচেতন মানুষ যেন এর ভেতরে অন্যকিছুর গন্ধ পেয়ে শঙ্কিতই বোধ করছে, ঠিক আশ্বস্ত হতে পারছে না। জোট সরকারের প্রতারণা কি সকল নিয়মনীতিই ফেল করিয়ে দেবে!

এমন জল্পনা চলছে যে, জোট সরকারের এটা শেষ সময় তো, তাই, বিশেষ করে, নির্বাচন সামনে বলেই অদৃশ্য কারসাজিতে এবারই সবচাইতে বেশিসংখ্যক জিপিএ-৫ পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি, পাসের হার, বিশেষ করে মাদ্রাসা বোর্ডে সবচেয়ে বেশি, আর সবচাইতে কম সময়ে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার যুগপৎ ও অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে গেছে। ক্ষমতার রাজনীতির নোংরা ক্লেদাক্ত হাত ক্ষমাহীন অবিমৃশ্যকারিতায় এইচএসসির রেজাল্টকেও স্পর্শ ও কলুষিত করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছে বলে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে, পড়াশুনা বেড়েছে, যে-কারণে ফল ভাল হয়েছে। বলছেন : এটি ভাল ফলের ধারাবাহিকতা মাত্র। এখানে অন্য কিছুই নেই। তাঁর ভাষায়, বছর দুই আগে যেসব মেধাবী শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় ভাল করেছিল, তারাই এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। কাজেই ভাল হওয়াই স্বাভাবিক।

বেশ, ভাল কথা। অন্যকিছু না-থাকলেই তো ভাল। তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু এবারের এত ভাল আগামীবার স্থায়ী হবেতো! ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে তো! নইলে শিক্ষামন্ত্রীর আজকের কথাগুলোর কদর্থ করতে বাধ্য হবে মানুষ। খোদ প্রধানমন্ত্রীও তো তাঁর উপস্থিতিতে সার্বিক ফলে সন্তোষ প্রকাশ করে এই ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। আগামীতে এই ধারা যদি অব্যাহত না-থাকে তখন আজকের গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই একটা ক্ষমতার খেলাও আবিষ্কৃত হওয়ার সুযোগ থেকে যাবে। তাছাড়া, এত বিপুলসংখ্যক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মেডিক্যালে, বুয়েটে ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচ্চতর স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের মেধার পরিচয় কতটা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে, সেটিও সবাই দেখবে। এবার মাদ্রাসা বোর্ডে সকল শিক্ষাবোর্ডকে ছাড়িয়ে পাসের হার হয়েছে ৭৫ দশমিক ২৩। মাদ্রাসায় এত ভাল ফল করার পেছনে দেশে পশ্চাৎমুখী মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটানোর ধারাবাহিক কৌশল কাজ করেছে বলেও বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ রয়ে গেল।

পরীক্ষার ফলে শুভঙ্করী ফাঁকটা অবশ্যই ধরা পড়তে বাধ্য। একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে : নকল কমিয়ে আনার পাশাপাশি ইংরেজী পাঠ্য ও প্রশ্নপত্র সহজ করা, সাধারণভাবে জটিল প্রশ্ন না-করা ও উদারভাবে খাতা দেখা, এবার এই তিনটি সংস্কারের ফলে উচ্চ মাধ্যমিক পাসের হার এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছে। এই তিনটি সংস্কার আগামীতে বহাল রাখার পরও ভাল রেজাল্ট অব্যাহত থাকলে কোন প্রশ্ন উঠবে না, কিন্তু যদি অব্যাহত না-থাকে?

এইসঙ্গে এবারের অবিশ্বাস্য ভাল ফলের পাশাপাশি এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব দুঃখজনক অসাফল্য এখনও আমাদের পীড়া দিচ্ছে, সেগুলোর দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেয়ার কথাই আমরা বলব। এবারও শহর আর মফস্বলের ব্যবধান থেকেই গেছে। শহরকেন্দ্রিক নামীদামী কলেজগুলোই বরাবরের মতো ভাল ফল করেছে। ঘুরেফিরে মফস্বলের কলেজগুলোর মাঝারি ধরনের ফল শিক্ষাক্ষেত্রের চরম বৈষম্যকেই তুলে ধরেছে এবং সে-বৈষম্য ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। এ বৈষম্য সমাজের দারিদ্র্য ও ধনবৈষম্য দূর না-হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ে আমরা সেদিনই যথার্থ গর্ব করতে পারব, যেদিন এই বৈষম্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটবে।

আমরা আশা করব, আগামীতে কোনরকম রাজনৈতিক বিবেচনায় যেন আমাদের নব্যতরুণদের জীবনের সিংহদ্বারে প্রবেশের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সাফল্যকে সঙ্কীর্ণ ক্ষমতার স্বার্থে বাড়িয়ে দেখানোর মতিভ্রম ও পাপ আমাদের স্পর্শ না-করে। উন্নয়ন ও সাফল্য সব ক্ষেত্রে যথার্থ হোক। প্রকৃত সাফল্য অর্জনের জন্যই যেন আমাদের সকল শ্রম, মেধা ও প্রয়াস নিয়োজিত হয়। সেই হবে জাতির